পরিক্ষার্থী- মুহাম্মদ লিটন মাহমুদ

১নং প্রঃ উঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন তিন ধরনের ব্যক্তি সর্বপ্রথম জাহান্নামের ইন্ধন হবে। তারা হল ১. আলেম ২. দানশীল এবং ৩. মুজাহিদ। তারা তাঁদেও আমলে রিয়া সম্পৃক্ততার কারণে জাহন্নামে পতিত হবে।

২নং প্রঃ উঃ

প্রত্যেক হৃদয়ের জন্মগত বৈশিষ্ট হলো আল্লাহ প্রদত্ত সত্য ফিতরাত বা স্বভাবের দিকে ফিরে যাওয়া।

আল্লাহ সত্য তাই সত্য ব্যতিত অন্য কিছু গ্রহন করেনা। যেহেতু প্রত্যেক হৃদয় সত্য ফিতরাতের দিকে ফিরে যেতে চায় সেহেতু সে মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে।

আর আমরা জানি মিথ্যা কখনো সত্যের মাঝে টিকে থাকতে পারে না। তা আল্লাহর নির্দেশে ধ্বংস হয়ে যায়।

৩নং প্রঃ উঃ

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) শ্রমিকদের দিয়ে রাস্তায় হেটে যেতেন। কেননা লোক যাতে তাকে আলাদা বা চিহ্নিত করে সম্মান প্রদর্শন করতে না পারে।

৪নং প্রঃ উঃ

মাসলামা বিন আব্দুল মালেক পুনরুত্থান দিবসে গর্ত খোরা সৈনিকের সাথে মিলিত হতে চেয়েছিলন কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সৈনিক গর্ত খনন করেছে সে তা একমাএ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করেছেন। সে সৈনিক এ কাজ করার পর নিজের পরিচয় লুকিয়েছেন। এ থেকে তার আরও বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় যে সে সৈনিক এর কাজটি ছিল একমাত্র আল্লাহর জন্য। আর তাই তিনি

যখন দুআর জন্য কিবলামুখী হতেন তখন তিনি এই বলে দুআ করতেন যে, হে আল্লাহ তুমি পুনরুত্থান দিবসে সেই সৈনিকের সাথে আমাকে জুড়ে দিও।

<u>৫নং প্রঃ উঃ</u>

রোমানদের বিরুদ্ধে মুখে কাপড় বেধে একঘন্টা যুদ্ব করেছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)।

<u>৬নং প্রঃ উঃ</u>

আন্তরিকতা, সততা ও সত্যনিষ্ঠতা ও ইখলাস এ বৈশিষ্টগুলোকে ইসলামী সমাজের স্তম্ভ বলা হয়।

<u>৭নং প্রঃ উঃ</u>

তাওরাতে গর্ত সংক্রান্ত কথাটি হল-

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য গর্ত খোরে, তার পরিবর্তে ঐ গর্তে সে নিজেই পতিত হয়।" এবং পবিত্র কোরআনে তার সদৃশ আয়াতটি হলো-

"কুচক্র কুচক্রকারীদেরই ঘিরে ধরে।"

<u>৮নং প্রঃ উঃ</u>

আল্লাহকে স্বরণ করলে বিনিময়ে আল্লাহ তাকে স্বরণ করেন।

আল্লাহ কালামে পাকে বলেছেন- "তোমরা আমাকে স্বরণ কর , আমি তোমাদের স্বরন করব।"

<u>৯নং প্রঃ উঃ</u>

সমাজ পরিবর্তনের সবচেয়ে মাহাত্ম্যপূর্ণ মানুষ তিন প্রকার।

তারা হলো-

১.স্কলার বা আলেমগণ

২. উদারপন্থী দানশীল

৩. দ্বীনের মুজাহিদীন

<u>১০নং প্রঃ উঃ</u>

কাফেরদের চক্রান্তের পরিনামে তাদের বাড়িঘর জনমানবহীন করা হয়েছে। আর এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। আর যা কিছু সে দুনিয়াতে উপার্যন করেছিল তা দুনিয়াতে বিলিন হয়ে যায়।

১৪নং প্রশ্নঃ উঃ

সালাফরা তাদের গোপন অবস্থা বাহ্যিক অবস্থা থেকে উত্তম হওয়ার জন্য দুআ করতেন কেননা আল্লাহ তায়ালা কারো বাহ্যিক দেখেননা, দেখেন তার ক্বলব বা অন্তর। পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহ কুরবানী সংক্রান্ত আয়াতে বলেন-

“তোমাদের কোরবানীর পশুর রক্ত, গোশ্‌ত, পশম কিছুই আমার কাছে পৌছায় না পৌছায় কেবল তোমাদের তাকওয়া।”

আল্লাহ যেহেতু সত্য তাই আল্লাহ সত্য ব্যতিত অন্য কিছু গ্রহন করেনা। তাই যার বাহ্যিক থেকে গোপন অবস্থা উত্তম সেই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদা পায়। তাই সালাফগণ বাহ্যিক থেকে গোপন অবস্থা উত্তম হওয়ার জন্য দোআ করতেন।

১১ নং প্রশ্নঃ উঃ

এই গ্রন্থে মানুষের হৃদয়কে ফুল ও ফুলের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ফুল ও ফল যেমন সতেজ থাকলে তা থেকে সুগন্ধি ছড়ায় ঠিক তেমনি মানব হৃদয় পরিস্কার বা সতেজ থাকলে তার থেকেও সুগন্ধি ছড়ায়। তার ফুল ও ফল যদি

পঁচে যায় তা থেকে দূর্গন্ধ ছড়ায়। তেমনিভাবে মানুষের অন্তরে মুনাফেকী বা খারাবী থাকলে তা থেকে কেবল দূর্গন্ধই ছড়ায়।

১২ নং প্রশ্নঃ উঃ

যেব্যক্তি পার্থিব জীবন ও চাকচিক্য কামনা করে সে দুনিয়াতে তার প্রতিদান পায় এবং আখেরাতে তার জন্য বরাদ্দ থাকে জাহান্নামের আগুন।

১৩ নং প্রশ্নঃ উঃ

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) ছিলেন শাইখুল ইসলাম। তিনি কখনো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে মাথা নত করতেন না। তিনি সর্বদা সত্যের .....(শব্দটি অস্পষ্ট)। মিথ্যার সামনে মাথা নত করতেন না। তাই তো তার এক ফতোয়ার কারণে তাকে কারারুদ্ধ করা হয়। তার ছাত্রই একই ফতোয়া দেন। তাই দুজনকে উটের পিঠে চড়িয়ে শহর ঘুরানো হয়। যার কারণে তারা অনেক অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয় ঐ এলাকার মানুষদের দ্বারা। এমনকি বৃদ্ধ-শিশুরাও তাদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করে। তারপরও তিনি তার সত্য ফতোয়ার রায় থেকে সরে আসেননি। তিনি কারাগারে বিভিন্ন ধরনের লেখালেখি করতেন।

যখন তাকে কাগজ-কলম দেয়া বন্ধ হয়ে যায় তখন তিনি কারাগারের দেয়ালে নুড়ি পাথর দিয়ে লিখতেন। তার মৃত্যুর পর কারাগার থেকে অনেক লিখা উদ্ধার করা হয় এবং পরে তা বাজেয়াপ্ত করা হয়। করেও কোন লাভ হয়নি। কেননা বর্তমানে আমার মনে হয় এমন কোন লাইব্রেরী নেই ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহর লেখা নেই।

সর্বশেষে বলতে চাই ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সেই বিখ্যাত উক্তি যা তিনি কারাগারে থাকা অবস্থায় বলেছিলেন-

“শত্রুরা আমার কিছু করতে পারবেনা, কেননা আমার জান্নাত আমার হৃদয়ে, আমার জান্নাত আমাকে ছেড়ে যায়না, আমার কারাগার বন্দী জীবন হলো আমার আল্লাহর সাথে সান্নিধ্য, আমার মৃত্যু শাহাদাত আর আমার নির্বাসন হলো পর্যটন।”

সাইয়্যেদ কুতুব রহিমাহুল্লাহকে তৎকালিন অনেক লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে সত্য থেকে বিন্দুমাত্র সরাতে পারেনি। তাকে দেশের মন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, গভর্নরের নিযুক্ত সচিব ও বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের বিভিন্ন রকম লোভনীয় প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সাইয়্যেদ কুতুব (রহ.) সত্যের উপর একনিষ্ঠভাবে দৃঢ় এবং অবিচল ছিলেন। তিনি বলেছিলেন-

যেই তর্যন আঙ্গুল দিয়ে সালাতে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষনা দেওয়া হয় সেই তর্জনী দিয়ে কাফেরদের জন্য দুই অক্ষর লিখে স্বীকৃত দেয়াও অপমানিত। তিনি সর্বদা কারাগারে অসুস্থ ছিলেন। তাই তাকে কারাগারে হাসপাতালে সর্বদা রাখা হতো। তারা কেউ দেখা করতে গেলে তাকে আগে দুই ঘন্টা ধরে গরম পানি দিয়ে গোসল করানো হতো। তিনি কারাগারের মধ্যেই তার ওপর গ্রন্থ ফি-যিলালিল কুরআন রচনা করেন। অবশেষে তাকে ফাসিঁ দেওয়ার জন্য ফাসির মঞ্চে উঠানো হয়। এবং কালেমা পড়ানোর জন্য এক আলেম নিযুক্ত করা হয়। তখন তিনি তাকে বললেন নাটকের ষোলকলা তুমি পূর্ণ করতে এলে। তখন তিনি সেই উক্তি করলেন- “যেই কালেমা দিয়ে তুমি জীবিকা অর্জন করো আর সেই কালেমার জন্য আমার ফাসিঁ হচ্ছে”। এই ছিলেন আমাদের সালাফগণ। আল্লাহর কাছে দুআ করি আল্লাহ যেনো আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমাদের সালফে সালেহিনগণের পদাংক অনুসরন করার তাওফিক দান করেন।

“আমিন”